সেমিনার

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ ঃ প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

পটভূমি

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ইতিহাস বেশ প্রাচীন এবং ঘটনাবহুল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে স্থানীয় সরকারের কাঠামো এবং এর কার্যক্রম। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে (৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে) রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিধান রাখা হয়।

সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। সংবিধানের এ চারটি অনুচ্ছেদ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল আইন-কানুন প্রণয়নের উৎস। তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় (১) সংবিধানের এ চারটি অনুচ্ছেদে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোনো শব্দ বা শব্দাবলী নেই। আছে 'স্থানীয় শাসন' এবং 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'। (২) সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগে থেকে এ দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এ সম্পর্কিত আইন ও বিধান ছিল যার কিছু কিছু এখনও কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তথা ইউনিয়ন পরিষদগুলোর যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও দূর্বল আইনী কাঠামোর কারণে তৃণমূল পর্যায়ে আপামর জনসাধারণকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে পুরোপুরি সফল হতে পারছে না। অনেকেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও আমলাদের প্রভাবকে এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে বিগত (নির্বাচিত বা অনির্বাচিত) প্রায় সকল সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি।

বাংলাদেশে সাংবিধানিক অবকাঠামোর আলোকে একটি কার্যকর ও গতিশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে এ লক্ষ্যে বহুল প্রত্যাশিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ পাশ হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য সংসদীয় কমিটিকে অভিনন্দন। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো সংসদে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ পাশ করায় সরকার এবং সকল সংসদ সদস্যবৃন্দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় উন্নয়ন কর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং গবেষকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯' এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পরিষদ গঠন/ কাঠামো/ ক্ষমতা/ কার্যাবলী/ পরিধি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়)

ধারা ৪ (১) এ ওয়ার্ড সভা গঠনের কথা বলা হয়েছে যা পরিষদকে গণমূখী প্রতিষ্ঠানে পরিনত করতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। ধারা ৫ (১) এ বছরে কমপক্ষে ২টি ওয়ার্ড সভা এবং ৫ (২) এ সর্বোমোট ভোটার সংখ্যার ২০ ভাগের ১ ভাগ দ্বারা সভার কোরাম পূর্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এতে একদিকে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ অংশগ্রহনমূলক এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে অন্যদিকে জনগনের ক্ষমতায়ন এবং অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। তবে ওয়ার্ড সভার যে সমস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে তা যথাযথ সম্পন্ন করার জন্য সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

ধারা ৬ এর উপধারা (১) এ বর্নিত কার্যবিবরনী ছাড়াও (২) (৩) (৪) (৫) উপধারাগুলি প্রশংসার যোগ্য যা ইউপি'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণে সহায়ক হবে।

তবে ধারা ৬ (৩) এ বর্নিত ওয়ার্ড সভায় অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও আলোচনার জন্য যে ধরনের কারিগরী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন তার কতটুকু আছে -এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

ধারা ৬ এর (৪) এ বর্নিত ওয়ার্ড সভার কার্যবিবরনী রেকর্ড, সংরক্ষন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তি সভায় উপস্থাপনের রেকর্ড ও দায়িত্ব সচিবের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

একজন সচিবের পক্ষে এতগুলো কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে কিনা তা বিবেচনার দাবি রাখে।

ধারা ৮ এ ইউনিয়ন পরিষদকে প্রশাসনের একাংশ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে যা সংবিধানে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেতনাকে পূর্নতা দিয়েছে। আমরা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি ধারা ১০ এর (৭) এ বর্নিত ইউনিয়নে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পন করার বিধান ও সংবিধানের ৫৯ ধারা বাস্তবায়নের প্রতিফলন ঘটেছে। তৃণমূলে সরকারি সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই বিধান কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী। একাদশ অধ্যায়ে ধারা ৬৪ তে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সম্পর্ক বিষয়ে যে আচরন বিধি প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে তা এর মাধ্যমে পূর্নতা পাবে বলে আমরা মনে করি।

ধারা ১৮ তে নতুন ঘোষিত ইউনিয়নে নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ায় এ বিষয়ে অস্পষ্টতা দূর হয়েছে।

২. নির্বাচন, প্রার্থীর যোগ্যতা/ অযোগ্যতা, অপসারণ ইত্যাদি (পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়)

ধারা ২০ (২) এ নির্বাচনী দন্ডবিধি/ আচরনবিধি ভঙ্গ এবং নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি ও দন্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যা অবাধ ও সুষ্ঠ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ধারা ২৩ (৩) (৪) (৫) এ নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ ১৮০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে যা স্বল্প সময়ে নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।
(অতীতে এ ধরনের অভিযোগগুলো বছরের পর বছর ঝুলে থাকতো এবং অভিযোগকারী সুষ্ঠু বিচার পেতো না)

ধারা ২৬ (২) এ প্রার্থীর অযোগ্যতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তবে ধারা (ঙ) তে উল্লেখিত প্রজাতন্ত্র বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কতৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির নির্বাচনে অযোগ্যতার বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ে কোন দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে যায় কিনা বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

ধারা ৩৩ (১) এ ৩ সদস্য বিশিষ্ট চেয়ারম্যান প্যানেল গঠন করার কথা বলা হয়েছে যা পরিষদের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার পাশাপাশি ক্ষমতা ও দায়িত্ব বন্টন এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। চেয়ারম্যান প্যানেলে একজন মহিলা থাকার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা নারীর ক্ষমতায়নকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

ধারা ৩৪ (১) এ শুধুমাত্র আদালত কর্তৃক ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র গৃহীত অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেয়ার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সাময়িক বরখাস্তের বিধান করা হয়েছে।
*এই ধারার ফলে স্বার্থের দ্বন্ডের কারনে (*Confect of interest*) আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অহেতুক হয়রানি এবং পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই ধরনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অতীতে অপব্যবহার হয়েছে। ধারা ৩৪ (৫) এ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এর স্থলে যারা চেয়ারম্যান/ মেম্বারদের অপসারন করতে পারবে তাদের একটি প্যানেল থাকতে পারে যেখানে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্যানেল গঠন করা যেতে পারে। এই প্যানেল আনিত সকল অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।*

ধারা ৩৯ (২) এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর পরিবর্তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিরপেক্ষ প্যানেল (স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বিচারবিভাগের কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত) করা যেতে পারে।

ধারা ৩৮ (৩) এ উল্লেখিত 'গোপনীয় নথিপত্র ব্যতীত' শব্দের ফলে চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র আধিপত্যের শংকা থেকে যায়। এই অধিকার বলে চেয়ারম্যান প্রকল্প, বরাদ্দ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে তথ্য গোপন রাখতে পারে।

ধারা ৩৮ (৬) এ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারন সদস্যদের দায়িত্ব এবং কার্যাবলী নির্ধারিত করার কথা বলা হয়েছে।
এক যুগ পার হয়ে গেলেও সংরক্ষিত নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

ধারা ৪০ এ বর্নিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকারি ছুটির ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩. সভা/ ক্ষমতা/ কার্যাবলী (অষ্টম অধ্যায়)

ধারা ৪২ (১) এ পরিষদের সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দেয়া একটি ভাল দিক
তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্য জায়গায় সভা করার সুযোগ রাখা দরকার।

ধারা ৪২ (১২) তে কারিগরি ও গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হলে পরিষদ উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহের উপর মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রন জানানোর বিষয়টি প্রশংসনীয়।
এর মাধ্যমে ইউপি'র কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে।

ধারা ৪৪ এর (৪) এ সভার কার্যবিবরনীর সিদ্ধান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রেরণ ও ডেপুটি কমিশনারকে অনুলিপি প্রেরণের কথা বলা হয়েছে।
উন্নত সমন্বয়ের লক্ষ্যে সভার কার্যবিবরনীর সিদ্ধান্তের অনুলিপি উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

ধারা ৪৫ এ পরিষদ গঠনের কত দিনের মধ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। পাশাপাশি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের সময়সীমার বিষয়টি উল্লেখ নেই।
স্ট্যান্ডিং কমিটি ১৩ টির পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ন ৫-৭ টি গঠন ও ভৌগলিক অবস্থার বিষয়টি বিবেচনায় এনে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন, স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী, পরিধি, দায়িত্ব সত্বর প্রবিধান দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অনেকেই স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য একটি আপ্যায়ন খরচ রাখার পক্ষে, যা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ধারা ৪৬ (৫) (ক) তে পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
এর ফলে আন্ত:সরকার সমন্বয় এবং তৃণমূলে সেবা প্রাপ্তিতে ইতিবাচক ক্ষেত্র তৈরী হবে।

ধারা ৪৭ (৩) এ সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (ধারা ৩৮ এর ৬)। এই ধারায় উল্লেখিত সংরক্ষিত নারী সদস্যকে উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে।
এর ফলে তৃণমূলে নারীর ক্ষমতায়ণ হবে।

ধারা ৪৯ এ নাগরিক সনদ প্রকাশের যে বিধান রাখা হয়েছে তা প্রশংসনীয়।
তবে তথ্য হালনাগাদ করা এবং কারিগরি সহায়তার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করে সত্বর নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ধারা ৫০ এ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নাগরিকদের অবগত করার কথা বলা হয়েছে।
এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। তবে তা বাস্তবায়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্পদ, তহবিল, রাজস্ব, বাজেট ও অন্যান্য (নবম, দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়)

ধারা ৫৭ (২) এ বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠান করিয়া বাজেট পেশ এবং পরবর্তি সভায় পাসকৃত বাজেট অনুলিপি 'উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট' প্রেরণের পরিবর্তে 'উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অভিহিত করার জন্য' প্রেরণ কথাটি সংযোজন করা দরকার।
কারণ জনঅংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রকৃতপক্ষে জনগণ ও পরিষদ মিলেই পাস করে।

ধারা ৫৭ (৪) এ বাজেট এ কোন ত্রুটি থাকলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার 'উহা সংশোধন করিয়া' শব্দের পরিবর্তে 'সংশোধনের সুপারিশ করিয়া' কথাটি সংযোজন করা দরকার। এবং পরিষদ সুপারিশকৃত ত্রুটি সংশোধন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অভিহিত করার বিধান অর্ন্তভূক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ধারা ৫৭ এর (১) এ অর্থবছর শুরু হবার ৬০ দিন পূর্বে বাজেট প্রণয়ন এবং ৫৮ এর (২) এ প্রত্যেক অর্থ বছরের শেষে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশের এবং তা বাজেট অধিবেশনে পেশ করার বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

ধারা ৫৮ (৩) এ স্থানীয় চাহিদাকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিফলন করার যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই।

ধারা ৬৫ (৪) এ করের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষত: চতুর্থ তফসিলে ভূমি উন্নয়ন ফি, নিকাহ নিবন্ধন ফি, ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি থেকে ইউপি'র রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

ধারা ৬৬ তে আদর্শ কর তফসিলকে নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
ফলে আদর্শ কর তফসিলে ইউপি'র কর আরোপ করার ক্ষমতা ও পরিধির সীমাবদ্ধতা দূর হতে পারে।

ধারা ৭০ (১) ও (২) এ নতুন কর বিধি করার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই

৫. সরকারের ক্ষমতা (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

ধারা ৭৩ (১) এ সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান বা পরিপত্র জারির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে আমরা সংবিধান এবং স্থানীয় সরকারের স্বাতন্ত্রের পরিপন্থী নির্দেশনা বা পরিপত্র জারি থেকে সরকারকে বিরত থাকার আহবান জানাচ্ছি। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো এধরনের আইনের অপপ্রয়োগ করেছে।

ধারা ৭৬ (৪) ও (৫) এ সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরী এবং তা ডেপুটি কমিশনারের কাছে প্রেরন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপনের বিধানটি প্রশংসার দাবিদার।

৬. তথ্য প্রাপ্তির অধিকার (চতুর্দশ অধ্যায়)

ধারা ৭৮ এ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি মাইলফলক উদ্যোগ।
তথ্য চাওয়ার ও পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ (পঞ্চদশ অধ্যায়)

ধারা ৮২ এবং ৮৫ তে টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরনের এবং বাৎসরিক ফি আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
এটি ইউনিয়ন পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৮. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অপরাধ, দন্ড ইত্যাদি (ষোড়শ অধ্যায়)

ধারা ৮৯ তে অপরাধের অর্থদন্ড এবং জরিমানা বাস্তব সম্মত করা হয়েছে।

ধারা ৯২ (খ) তে পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে পরিষদের সঙ্গে সমন্বয়ের যে বিধান রাখা হয়েছে তা প্রশংসনীয়।

৯. বিবিধ (সপ্তদশ অধ্যায়)

ধারা ৯৫ এর (ঘ) তে আন্ত: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাগুলোর মধ্যে চাঁদা প্রদানের বিধানের পাশাপাশি জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ধারা ১০৭ এ চেয়ারম্যান, সদস্যদের জনসেবক (Public Servant) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে হয়েছে।
এর মাধ্যমে যে চেতনা নিয়ে তারা জনপ্রতিনিধি হন তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে, আইনের ধারাগুলি এমন ভাবে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা আমলাদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক তৈরী না হয়।

কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ সহ তৃণমূলে সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এই আইনটি সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহ অনতিবিলম্বে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

ডেমক্রেসিওয়াচ, ১৪ জানুয়ারী ২০১০
'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ ঃ প্রত্যাশা ও বাস্তবতা'
শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত
dwatch@bangla.net, www.dwatch-bd.org